Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya.
M.A. 1st Semester
paper - 102
Teacher - Saheb Kumar Hazra. Date -

* বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রভাব —

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে চৈতন্যদেব এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল যথা - ১৪৮৬ - ১৫৩৩, বাংলা সাহিত্যে পুরো মধ্যযুগ রচিত হয়েছে এই চৈতন্যদেবকে নিয়ে। চৈতন্য দেবকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য যথা - বৈষ্ণব সাহিত্য, বিভিন্ন পদাবলী প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।

চৈতন্যদেবের স্বরূপ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, তাঁর মধ্যে দুটি স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়, যথা - বহিরঙ্গ শক্তি ও অন্তরঙ্গ শক্তি। চৈতন্যদেবের বহিরঙ্গ শক্তিতে দেখা যায় প্রেমের ধর্ম প্রসার ও পাষন্ডীদের উদ্ধার এবং অন্তরঙ্গ শক্তিতে দেখা যায় তিনটি রূপ, যথা - রাধার প্রনয় মহিমা, কৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন, এবং কৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন করে রাধা যে সুখ পায়,

ব্রহ্ম, জগৎ আর জীব এই তিনের সমন্বয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত, এই ব্রহ্মের স্থানে রয়েছে কৃষ্ণ আর জীবের স্থানে রয়েছে মানুষ, মানুষ এই জগৎকে পেরিয়ে ব্রহ্মে মিলিত হতে পারে, কিন্তু এই ব্রহ্মে যেতে হলে তিনটি স্তর পেরিয়ে যেতে হবে, যথা - অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি। এই তিনটি স্তর পেরিয়ে আমরা ব্রহ্মে যেতে পারবো এবং আনন্দ লাভ করতে পারি অর্থাৎ কৃষ্ণের সান্নিধ্য পাবো।

মধ্যযুগে আবির্ভূত এই চৈতন্যদেবই শিখিয়েছেন কিভাবে এই মায়ার জগৎকে ত্যাগ করা যায়, এই মায়ার

জগতে থাকা যত কামনা, বাসনা, লোভ, লালসা সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে কিভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় তারই পথ নির্দেশ করেছে শ্রী চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেবকে আমরা সাধারন মানুষেরা ভগবানের আসনে বসিয়েছি, কিন্তু একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় চৈতন্যদেব কোনো ভগবান নয়, তিনি আমাদের মতোই সাধারন মানুষ, তিনি নিজেকে রাধার আসনে বসিয়ে রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে সমস্ত স্তর পেরিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ষোড়শ শতকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বস্তরে বিচরন করেন, মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যে রয়েছে শ্রী চৈতন্যদেবের কথা, চৈতন্যদেবের রচিত বানী গুলিকে নিয়ে নানান লেখকরা নানান সাহিত্য রচনা করেছে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাসকবিরাজ প্রমুখ লেখকদের সাহিত্যে রয়েছে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রভাব, মধ্যযুগে রচিত বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত", কৃষ্ণদাসকবিরাজের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে।

অবশেষে বলা যায়, ষোড়শ শতকে মধ্যযুগে চৈতন্য আবির্ভাব এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের সাহিত্য, সমাজ, জীবন, দর্শন সমস্ত কিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তাই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রভাব অবিস্মরণীয়।

সুমনা কাসমল